সংযোগ
Shongjog

এই বুলেটিনটি কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত বাংলাদেশের নানা শ্রেণী পেশার মানুষের মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো, মানুষের ধারণা, আশঙ্কা এবং উদ্বেগগুলোর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করা, যাতে স্বাস্থ্য এবং মানবিক সংগঠন বা সংস্থাগুলো, মানুষের প্রয়োজন মাথায় রেখে সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

বুলেটিনের তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকাশনায় আমাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে চান এমন সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করতে আমরা আগ্রহী। আমাদের কাজের সাথে যুক্ত হতে চাইলে বা নানা মাধ্যম থেকে পাওয়া মতামতগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইলে, দয়া করে mahmuda.hoque@bd.bbcmediaaction.org – এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

করোনাকথা

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারিতে জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ০৬ জুলাই ২৯, ২০২০

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পর্কিত সামগ্রী ক্রয় এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বিষয়ক উদ্বেগ

সীতাকুণ্ড, কুড়িগ্রাম এবং বাগেরহাটে কমিউনিটির মতামত অনুসারে, স্থানীয়রা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন সামগ্রী যেমন মাস্ক, সাবান এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে বেশ চিন্তিত। কুড়িগ্রাম ও বাগেরহাটের মানুষজন জানান, তাদের এলাকায় কিছু মানুষ এই ধরনের সামগ্রীগুলো এনজিও-দের কাছ থেকে বিনামূল্যে পেয়েছিল কিন্তু অন্যরা পায়নি। মাস্ক, সাবান এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। তাই তারা জানতে চায় কীভাবে এগুলো বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও, তারা জানতে চায়, সরকারের কাছ থেকে এই সব সামগ্রী পাওয়া যাবে কিনা। কিছু মানুষ জানিয়েছেন, বর্তমানে সাবান দিয়ে ঘনঘন হাত ধোয়ার কারণে সাবানের ব্যবহার বেশি হচ্ছে, তাই সাবান কেনাটা তাদের জন্য আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কুড়িগ্রামের দরিদ্র মানুষ এবং কৃষকরা উল্লেখ করেছেন, তারা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে মাস্ক কিনতে রাজি নন, কারণ একটা মাস্কের দাম ১৫ টাকা – যা দিয়ে এক কেজি আলু কেনা সম্ভব। এই এলাকার তরুণরা তাদের বাবাদের ঘরের বাইরে গিয়ে বা ফসলের জমিতে, কাজ করা নিয়ে চিন্তিত। তাই তারা বিনামূল্যে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান কোথায় পাওয়া যাবে তা জানতে চেয়েছেন।

একটা মাস্কের দাম ১৫ টাকা – যা দিয়ে এক কেজি আলু কেনা যায়

বগুড়ার মানুষজনও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। তাদের মতে, বন্যার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়েছে। যেহেতু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা করোনাভাইরাস থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় তাই, বন্যার এই সময়টিতে কীভাবে নিজেদের পরিষ্কার রাখতে পারেন, সেটি তারা জানতে চেয়েছেন। এছাড়াও, নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারেও তাদের কথায় উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। বন্যার পানি থেকে শিশুরা ঠাণ্ডা বা জ্বর বাঁধাতে পারে, এমনকি করোনাতেও আক্রান্ত হতে পারে বলে তারা মনে করছেন। তাই চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে শিশুদের যত্ন কীভাবে নিবেন সেটি তাদের কথায় উঠে এসেছে।

এক প্যাকেট স্যানিটারি প্যাড কিনতে ১০০ টাকারও বেশি খরচ হয়, যা দিয়ে পরিবারের জন্য ২ থেকে ৩ কেজি চাল কেনা যায়

বাগেরহাটের কিশোরী মেয়েদের মতামত থেকে জানা গেছে, স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে মাসিকের সময়ে তাদের কাপড় ব্যবহার করতে হচ্ছে। পারিবারিক আয়-রোজগার কমে যাওয়ায়, মায়েরা তাদের মেয়ের জন্য আগের মতো স্যানিটারি প্যাড কেনার টাকা জমাতে পারছেন না। এক প্যাকেট স্যানিটারি প্যাড কিনতে ১০০ টাকারও বেশি খরচ হয়, যা দিয়ে পরিবারের জন্য ২ থেকে ৩ কেজি চাল কেনা সম্ভব বলে তারা জানিয়েছেন। তাছাড়া, আগে কিছু এনজিও বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বল্প দামে স্যানিটারি প্যাড সরবরাহ করতো, কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এনজিও কর্মীরাও এখন তা করতে পারছেন না।

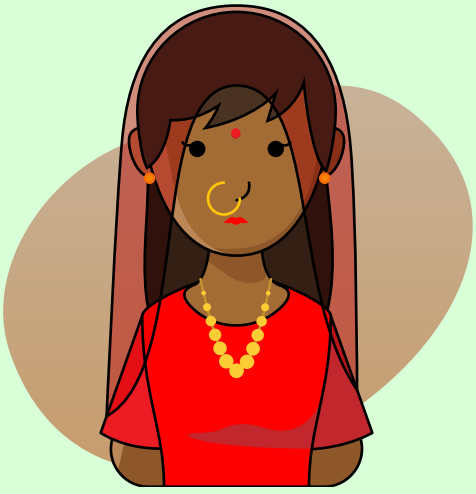

কুড়িগ্রামে বাল্য বিয়ে বেড়েছে

কুড়িগ্রামের সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, চলমান এই মহামারীর সময়ে তাদের এলাকায় বাল্য বিয়ের সংখ্যা বেড়েছে। যেসব পরিবার তাদের আয়-রোজগারের সুযোগ হারিয়েছে, তারা পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে এবং তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। মহামারীর এই সময়ে যেহেতু কম লোককে নিমন্ত্রণ করা লাগছে, তাই বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচও তুলামূলকভাবে কম হচ্ছে। মানুষজন জানিয়েছিলেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে বেঁচে যাওয়া টাকা দিয়ে তারা আরও বেশি পরিমাণে যৌতুক দিতে পারছেন। বরপক্ষরাও বিয়ের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে, কারণ তারা মনে করছে যে, যৌতুকের টাকা এই সময়ে তাদের বেশ কাজে দিবে। কোভিড-১৯ এর কারণে বাল্য বিয়ে নিয়ে কাজ করে এই ধরনের এনজিওগুলোর কার্যক্রম বন্ধ থাকায়, অভিভাবকরা এই সুযোগটা নিচ্ছে বলে অনেকেই মনে করছেন।

গর্ভবতী নারীরা প্রসবকালীন সেবা পেতে এবং কর্মজীবী নারীরা চাকরি ও রোজগারের ক্ষেত্রে অসুবিধার মুখে পড়ছেন

ভোলা এবং বরগুনা জেলার গর্ভবতী নারীরা বলেছেন, স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক না থাকায়, তাদের পক্ষে নিয়মিত প্রসবকালীন চেকআপ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়েও তারা চিন্তিত এবং কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ থেকে কীভাবে শিশুদের রক্ষা করা যায় সেটিও তারা জানতে চান। নিজেরা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের শিশুও সংক্রমিত হবে কিনা এবং কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে তারা নবজাতককে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে জানতেও তারা আগ্রহী।

বরগুনা জেলার কর্মজীবী নারীরা বলেছেন, কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারী কর্মীরা বেশি চাকরি হারাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার অনিশ্চয়তা নিয়ে তারা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, চাকরি হারানোর পরে এখন স্বামীরাই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায়, তারা স্বামীর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। পারিবারিক আয় হ্রাস পাওয়ায় স্বামীদের উপর চাপ বাড়ছে এবং তারা খুব সহজেই রেগে যাচ্ছেন, এমনকি স্ত্রীদের প্রতি কখনো কখনো সহিংস আচরণও করছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েকজন দরিদ্র নারী বলেছেন যে, তাদের স্বামীরা তাদেরকে মারধোরের পর জোরপূর্বক বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। কিন্তু চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে আদালত বন্ধ থাকায়, তারা অভিযোগ দায়ের করতে বা বিচার চাইতে পারছেন না।

কুড়িগ্রামের নারীরা বলেছিলেন যে, দুপুর বা বিকেলের সময়টাতে প্রতিবেশী নারীরা মিলে বাড়ির উঠানে সেলাই করতে করতে আড্ডা দেয়াটাই তাদের প্রচলিত রীতি। একটা সময় ছিল যখন নারীরা সবাই মিলে একসাথে কাঁথা সেলাই করতেন এবং তা থেকে কিছু টাকাও আসতো। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার কারণে তারা সেটি করতে পারছেন না। ফলে তাদের আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আবার কবে সবকিছু স্বাভাবিক হবে এবং তারা আগের জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারবেন সে বিষয়ে নারীরা জানতে চেয়েছেন।

স্বামীদের উপর চাপ বাড়ছে এবং তারা খুব সহজেই রেগে যাচ্ছেন, এমনকি স্ত্রীদের প্রতি কখনো কখনো সহিংস আচরণও করছেন

জনগোষ্ঠীর তথ্যের চাহিদা

ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর মানুষজন জানতে চান, যেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাঠ সংগ্রহের কাজে বাইরে যেতে হয়, তাই স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য তাদের কি কি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে

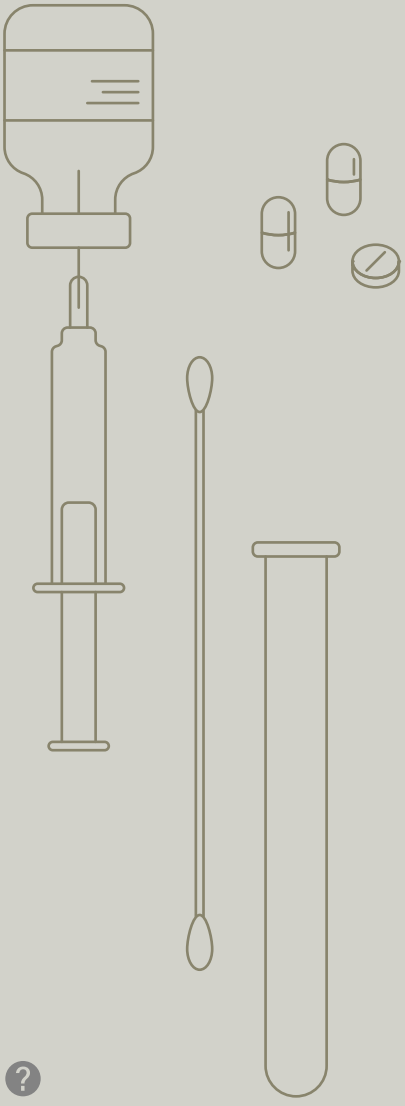

কোভিড-১৯ চিকিৎসায় ভ্যাকসিন এবং ওষুধ

মানুষের মতামত থেকে জানা গেছে, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক তৈরির অগ্রগতি সম্পর্কে তারা জানতে চান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনে তারা শুনেছেন যে, চীন এবং ভারত কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রতিষেধক তৈরির চেষ্টা করছে। তাই তারা জানতে চাচ্ছেন বাংলাদেশে সরকার এই ভ্যাকসিনগুলো আমদানি করবে কিনা বা বাংলাদেশী কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষেধক তৈরির কাজ করছে কিনা। প্রতিষেধকের দাম কত হতে পারে এবং তা সাধারণ মানুষের নাগালে থাকবে কিনা সেটিও তারা জিজ্ঞাসা করেছেন। মানুষজন কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু ওষুধের কথা শুনেছেন, তাই তারা সেই তথ্যের সত্যতা এবং ওষুধগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসায় কোনো প্রকারের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কাজে দিবে কিনা সেটিও তারা জানতে চেয়েছেন।

কোভিড-১৯ টেস্টের সুবিধা

ভোলা জেলার মানুষজন তাদের এলাকায় টেস্টের সুবিধা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা জানতে চেয়েছেন, সদর হাসপাতালগুলোতে টেস্টিং কিট কেনো নেই। তারা বলেছেন, হাসপাতাল থেকে নমুনা সংগ্রহের পর সেটি পরীক্ষার জন্য বরিশাল বা ঢাকায় পাঠানো হয়, এবং সেই টেস্টের ফলাফল পেতে ১৫ থেকে ১৬ দিন লেগে যায়। টেস্টের ফলাফল আসার আগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অন্যদের সংক্রমিত করতে পারেন; এমনকি যথাযথ চিকিৎসা সেবার অভাবে রোগী মৃত্যুবরণ করতে পারেন বলে মানুষজন তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

কোভিড-১৯ এ পুনরায় সংক্রমণের সম্ভাবনা

রাজশাহী জেলার অনেক মানুষ দ্বিতীয়বারের মতো করোনভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা জানতে চেয়েছেন। যদি কোনো ব্যক্তি পুনরায় সংক্রমণের শিকার হন, তা হলে রোগের উপসর্গে কী কোনো পরিবর্তন হতে পারে কিনা, সেটিও তারা জানতে চেয়েছেন। এছাড়া, লকডাউন শিথিল করে নেয়ার পরেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এখনো কেনো জরুরি সেটিও তারা জানতে চেয়েছেন।

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ এড়াতে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

রাজশাহী এবং সীতাকুণ্ড এলাকার কিছু মানুষ বলেছেন, লকডাউন স্বাভাবিক হওয়ার পর তারা প্রতিদিন কর্মস্থলে যাতায়াত শুরু করেছেন। তাই তারা জানতে চেয়েছেন, কাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় তাদের কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং তাদের কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী করা যেতে পারে।

কুড়িগ্রামের মানুষজন জানতে চেয়েছেন যে, যেহেতু তারা ছোট ছোট বাড়িতে যৌথ পরিবার হিসেবে বাস করছেন, তাই তাদের কেউ যদি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন, তবে তার জন্য আইসোলেশন নিশ্চিত করতে কী করতে হবে। আইসোলেশনের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা সেটিও তারা জানতে চেয়েছেন। এছাড়াও, শুধুমাত্র মাস্ক ব্যবহারই কী তাদের করোনাভাইরাসে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে কিনা সেটি তারা জিজ্ঞেস করেছেন। একটি সার্জিক্যাল মাস্ক কয়বার ব্যবহার করা যাবে সেটিও জানতে চেয়েছেন, কেননা তাদের এলাকায় সার্জিক্যাল মাস্ক পাওয়াটা তাদের জন্য একইসাথে কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খাবার

রাজশাহী এবং সীতাকুণ্ডের মানুষজন কোভিড-১৯ থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কী ধরনের খাবার তাদের সাহায্য করতে পারে তা জানতে চেয়েছেন। সীতাকুণ্ডের ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর মানুষজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাদের কী ধরনের খাবার খেতে হবে এবং এমন কোনো খাবার কী আছে, যেটি কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর খাওয়া উচিত নয়?

শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা জীবনের পরবর্তী ধাপ নিয়ে চিন্তিত

হাতিয়া এবং কুড়িগ্রামের এইচএসসি পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা জানতে চেয়েছেন যে এই বছর পরীক্ষা হবে কিনা, আর হলেও সেটা কবে হবে এবং এই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে বিকল্প কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা। বিশেষ করে তারা জানতে চেয়েছেন, যদি এই বছর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হয়, সেক্ষেত্রে এই শিক্ষার্থীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য যাবেন তখন তাদের শিক্ষাবর্ষ হিসেবে কোনটিকে ধরা হবে। (যেসব শিক্ষার্থীর ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার কথা, তাদের শিক্ষাবর্ষ হলো ২০২০-২১; কিন্তু যদি তাদের পরীক্ষা ২০২১ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা জানতে চেয়েছেন, তাদেরকে ২০২১-২২ সালের শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের থেকে কীভাবে আলাদা করা হবে।) যেসব শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি এসএসসি পাস করেছে তারা কবে কলেজে ভর্তি হতে পারবে সে বিষয়টি যেমন অনিশ্চিত, তেমনি ভর্তির প্রক্রিয়া কেমন হবে সে ব্যাপারেও স্পষ্টতার অভাব রয়েছে বলে শিক্ষার্থীরা মনে করছেন। যেসব শিক্ষার্থী সাধারণত ঢাকাসহ অন্যান্য শহরগুলোতে পড়ছে, কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় গ্রামে চলে গেছেন, তারা অনলাইনে শুরু হওয়া ক্লাসের বিষয়ে নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, বিদ্যুতের অভাব এবং দুর্বল ইন্টারনেটের কারণে তারা অনলাইনে ক্লাস করতে হিমশিম খাচ্ছেন।

শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসা মানুষদের মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছে

চাকরি হারিয়ে বা ব্যবসায়িক লোকসান গোনার পর, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনা শহরে বসবাসকারী কিছু মানুষ তাদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরে গিয়েছেন এবং গ্রামে তাদের যৌথ পরিবারের সদস্যদের সাথে থাকছেন। গ্রামে কীভাবে আয়-রোজগার শুরু করতে পারেন এবং তাদের আগের পেশায় বা জীবনযাত্রায় আদৌ ফিরে যেতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে তারা উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে, যে পরিবারগুলোতে তারা থাকছেন, সেই পরিবারগুলোও উদ্বিগ্ন কারণ বাড়তি মানুষ থাকার কারণে তাদের খরচ বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি আর কতোদিন চলবে এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা শীঘ্রই শহরে ফিরে যেতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে তাদের উদ্বেগ দেখা গেছে।

কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট ও অ্যাকাউন্টিবিলিটির জাতীয় প্ল্যাটফর্ম-'সংযোগ' এর পক্ষ থেকে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে এই বুলেটিনটি তৈরি করেছে। হটলাইন, মোবাইল ফোন সাক্ষাৎকার, সরাসরি যোগাযোগ ও আলোচনা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে এই সংস্করণটির তথ্যগুলো সংযোজিত হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী মতামতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে রেডিও চিলমারী (কুড়িগ্রাম), রেডিও মুক্তি (বগুড়া), রেডিও সাগর দ্বীপ (হাতিয়া, নোয়াখালী), রেডিও সাগর গিরি (সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম), রেডিও পদ্মা (রাজশাহী), রেডিও মেঘনা (চরফ্যাশন, ভোলা), জাগো নারী (বরগুনা), দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (বাগেরহাট) এবং সংগ্রামী প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) এর কাছ থেকে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ট্রান্সলেটরস উইদাউট বর্ডার্স এর সহযোগিতায় *'হোয়াট ম্যাটার্স'* বা *যা জানা জরুরি* নামে আরও একটি নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করে থাকে, যেখানে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মতামত ও উদ্বেগগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। সংযোগ-এর ওয়েবসাইটে এই বুলেটিনগুলো পাওয়া যাবে।